আলমডাঙ্গার দুই প্রতিষ্ঠানে ১৬ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গার বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের ট্রেড লাইসেন্স ব্যবহার করে ভেজাল জৈব সার উৎপাদনের দায়ে দুই কারখানায় ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে ১৬ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। এ সময় উৎপাদিত প্রায় ১০০ বস্তা জৈব সার বাজারজাত না করার নির্দেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) আশিষ কুমার বসুর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

আদালত সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার বারাদি এলাকার হাফিজুর রহমানের ছেলে মোস্তাফিজুর রহমান এবং ইদ্রিস আলীর ছেলে রকিবুল ইসলাম জৈব সার কারখানা নির্মাণ করে জৈব সার উৎপাদন করে আসছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, এ দুটি কারখানায় নানা অনিয়মের মাধ্যমে সার উৎপাদন ও বিপণন করা হচ্ছিল।

উৎপাদিত নিম্নমানের এসব জৈব সার পরে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মোমিনপুর এলাকার এগ্রোসেল কারখানায় নিয়ে পুনরায় প্যাকেজিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাজারে ছাড়া হতো। এ অভিযোগের ভিত্তিতে দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে দুই প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী হাফিজুর রহমান ও রকিবুল ইসলামকে ৮ হাজার টাকা করে মোট ১৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় উৎপাদিত প্রায় ১০০ বস্তা জৈব সার বাজারজাত না করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

আলমডাঙ্গায় ৯’শ কৃষকের মাঝে

বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তায় সরকারের প্রণোদনা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আলমডাঙ্গায় রবি/২৫–২৬ মৌসুমে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয় চত্বরে এ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. মাসুদ হোসেন পলাশ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশিষ কুমার বসু।

তিনি বলেন, সরকার কৃষকদের শক্তিশালী করতে বিভিন্ন প্রণোদনা দিচ্ছে। আপনারা এ সহায়তার সঠিক প্রয়োগ করলে কৃষি উৎপাদন বাড়বে। দেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষকদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. উদয় রহমান, সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো. আব্দুস সামাদ, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. আহসান উল হক শাহীন, মো. আব্দুর রফিক, মো. নাজমুল হোসেন, মো. আশরাফুল আলম এবং উচ্চমান সহকারী মো. আমির সোহেল।

অনুষ্ঠান শেষে মোট ৯০০ জন কৃষকের মধ্যে প্রত্যেককে ৫ কেজি উফশী ধানের বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হয়। সব মিলিয়ে বিতরণ হয়েছে ৪ হাজার ৫০০ কেজি উফশী ধানের বীজ, ৮ হাজার ১০০ কেজি ডিএপি সার এবং ৮ হাজার ১০০ কেজি এমওপি সার।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তারা জানান, এ প্রণোদনা রবি মৌসুমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং কৃষিতে ব্যয়ের চাপ কমাবে।

আলমডাঙ্গায় নবগঠিত কলেজ ছাত্রদলের বৃক্ষরোপণ ও দোয়া মাহফিল

আলমডাঙ্গা সরকারি ডিগ্রি কলেজে নবগঠিত ছাত্রদলের উদ্যোগে দোয়া মাহফিল, বৃক্ষরোপণ ও পরিচিতি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকাল ১০টার দিকে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে নবগঠিত সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের উদ্যোগে প্রথম দিনের কর্মসূচি পালন করা হয়।

দিনব্যাপী এই কর্মসূচির মধ্যে ছিল দোয়া মাহফিল, বৃক্ষরোপণ এবং নবনির্বাচিত কমিটির পরিচিতি পর্ব।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী, আপোষহীন গণতন্ত্রের প্রতীক দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিলে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা দেশনেত্রীর দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করেন।

পরে নবগঠিত আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রদল কমিটির সদস্যদের নিয়ে ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। পরিবেশ রক্ষায় ছাত্রদলের এই উদ্যোগকে উপস্থিত সবাই স্বাগত জানান।

অনুষ্ঠানে উপজেলা ছাত্রদল, পৌর ছাত্রদলসহ কলেজ ও বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, নবগঠিত ছাত্রদল শাখাটি সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে কাজ করবে এবং শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পরিচিতি পর্বে নবগঠিত কমিটির নেতারা নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন এবং সংগঠনকে সুসংগঠিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রদল তাদের সাংগঠনিক যাত্রার নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

চুয়াডাঙ্গার নবাগত জেলা প্রশাসকের সাথে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের মতবিনিময়

চুয়াডাঙ্গার নবাগত জেলা প্রশাসকের সাথে আলমডাঙ্গা উপজেলার সকল দপ্তরের কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৩টার সময় আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের হলরুমে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশিষ কুমার বসু।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গার নবাগত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন।

প্রধান অতিথি বলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন আমাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জের নির্বাচন। আপনারা যারা দায়িত্ব পালন করবেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি এই নির্বাচন অবশ্যই সুষ্ঠু, সুন্দর এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হতে হবে। এমন নির্বাচন হতে হবে, যা দেখে সবাই প্রশংসা করবে। বিশেষ করে অতীতে যারা সুষ্ঠু নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয়েছেন তারাও, এবং আগামী ৫ বছর পর যেই ক্ষমতায় আসুক না কেন, তাদেরও ভাবতে হবে নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে সাধারণ মানুষ আমাদের ছেড়ে দেবে না।

বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শারমিন আক্তার, ওসি মাসুদুর রহমান পিপিএম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা পলাশ কুমার, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মাহমুদুল হক, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আলাউদ্দিন আহমেদ, সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজার আনিসুর রহমান, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জিয়াউল হক, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সেলিম রেজা।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন খাদ্য কর্মকর্তা জিনাত জাহান, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা

প্রশান্ত কুমার, পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী নুরুজ্জামান, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন,

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মাহবুব আলম খান,

আবাসিক প্রকৌশলী সাহিনুর রহমান, পল্লী উন্নয়ন ব্যাংকের ম্যানেজার আনোয়ার হোসেন, অ্যাকাউন্টস অফিসার শহিদুল ইসলাম, সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস হোসেন, তথ্য কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস, পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা মফিজুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা মসজিদের ইমাম মাওলানা মাসুদ কামাল প্রমুখ।

এর আগে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন আলমডাঙ্গা উপজেলায় পৌঁছালে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

মতবিনিময় সভা শেষে আলমডাঙ্গা ব্যামাগারের সভাপতি ইকবাল হোসেনের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

আলমডাঙ্গার অবসরপ্রাপ্ত সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক সিরাজুল ইসলাম আর নেই

আলমডাঙ্গায় সৈয়দ সাজেদুল হক মুনির মেজো ভাই, অবসরপ্রাপ্ত সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক আলহাজ্ব সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম ইন্তেকাল করেছেন।

গতকাল রবিবার ভোর ৪টার দিকে অসুস্থজনিত কারণে ঢাকার পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তার মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে, তিন মেয়ে ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

গতকাল বিকেল সাড়ে চারটার দিকে কুমারী খন্দকারপাড়া পারিবারিক গোরস্থানে জানাজা শেষে মরদেহ দাফন করা হয়। জানাজায় কুমারী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুল কাদের, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মজিবর রহমান, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, রুনু খন্দকার, সাবেক ইউপি সদস্য মহাসিন আলী, বর্তমান ইউপি সদস্য সুক চাঁদ আলী, মাওলানা সাদেকুর রহমান, আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন, শ্যামপুর দাখিল মাদ্রাসার সুপার আখতারুজ্জামান, সমাজসেবক মোজাম্মেল হক, শামসুজ্জোহা শাবুসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মরহুমের নামাজে জানাজা পড়ান কুমারী খন্দকারপাড়া জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা সোনামিয়া।

মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠন।

আলমডাঙ্গায় ইজিবাইকের ধাক্কায় কিশোরের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় সড়ক পার হতে গিয়ে ইজিবাইকের ধাক্কায় কিশোরের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকেলে উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের বাদেমাজু হাজামপাড়া এলাকার সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর ইজিবাইক চালক দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়।

নিহত শিশির আহমেদ মিহিন (১২) ডাউকি ইউনিয়নের হাজামপাড়ার আক্তার ফারাজীর ছেলে। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে সে সবার ছোট।

স্থানীয়রা জানান, শনিবার বিকেলে নিজ বাড়ি থেকে সড়ক পার হওয়ার সময় দ্রুতগতিতে ছুটে আসা একটি ইজিবাইক তাকে ধাক্কা দেয়। ধাক্কায় মিহিন সড়কে পড়ে গেলে গাড়িটি তার শরীরের ওপর দিয়ে চলে যায়। এতে সে

গুরুতর আহত হয়।

পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে আলমডাঙ্গার একটি ক্লিনিকে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। পরবর্তীতে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে মিহিনের মৃত্যু হয়।

সড়ক দুর্ঘটনায় মিহিনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। তার মা বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন বলেও জানা গেছে।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার ওসি মাসুদুর রহমান জানান, বাড়ি থেকে বের হয়ে সড়ক পার হওয়ার সময় ইজিবাইকের ধাক্কায় কিশোরটি আহত হয় এবং পরে কুষ্টিয়ায় নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। পরিবারের সদস্যরা অপমৃত্যুর মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মনোয়ারুল হুদার মৃত্যুবার্ষিকী পালন

হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মনোয়ারুল হুদার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে হুদা পরিবারের পক্ষ থেকে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার আসরবাদ হাটবোয়ালিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা চত্বরে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দীর্ঘদিন পর হুদা পরিবারের সদস্য ও এলাকাবাসীর মিলনমেলায় অনুষ্ঠানস্থল পরিণত হয় এক আবেগঘন পরিবেশে।

অনুষ্ঠানে হুদা পরিবারের শতাধিক সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নাজমুল হুদা, ওমরুল হুদা, কদরুল হুদা, নূরুল হুদা ডিউক, দিপু মাহমুদ, মেজর (অব.) রেজা সাঈদ আল হুদা, কপোত হুদা, রজত হুদা, মঞ্জুরুল হুদা বটুল, রফিকুল হুদা মুংলা, শরিফুল হুদা রুনু, ডা. আরিফুল হুদা, রাকিবা নাজনীন হুদা, খাদিজা হুদা, আতাউল হুদা, মতিউল হুদা, সোহেল হুদা, শাহিন হুদা, তুহিন হুদা, আহসান হুদা,

আজমত হুদা, ইসমাইল হুদা ও ইউনূস হুদা।

এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি টিপু সুলতান, ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সানোয়ার হোসেন লাড্ডু, জামায়াতের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মনিরদ্দিন, উপজেলা মৎস্যজীবী দলের সভাপতি জান মহাম্মদ, হাটবোয়ালিয়া বাজার কমিটির সভাপতি এনামুল হক শিলু, হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই মিজানুর রহমান, মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এলাকা পরিচালক মমতাজুর মুর্শিদ কলিনসহ এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে হুদা পরিবারের প্রয়াত ইজ্জত উল্লাহ, ডা. রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, মেজর বজলুল হুদাসহ সকল মৃত ব্যক্তির আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়। পাশাপাশি অসুস্থ প্রফেসর কামরুল হুদা, হামিদা বেগম, শমরুল হুদা, নাজনিন হুদা বিথীসহ অসুস্থ সকলের রোগমুক্তি ও সুস্থতার জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়।

আলমডাঙ্গায় দেশীয় অস্ত্র ও ককটেলসহ তিন বিএনপি নেতা গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র, অবিস্ফোরিত ককটেল ও হরিণের চামড়াসহ সাবেক ডাউকি ইউনিয়ন বিএনপির সেক্রেটারি আব্দুল হান্নানসহ তিন বিএনপি নেতাকে গ্রেফতার করেছে যৌথবাহিনী।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের ছত্রপাড়া এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন আলমডাঙ্গা সেনা ক্যাম্প কমান্ডার মেজর রাফিদুল ইসলাম প্রামাণিক।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের ছত্রপাড়া এলাকার মৃত বদর উদ্দীনের ছেলে আব্দুল হান্নান (৪৫), রবিউল ইসলামের ছেলে শামিম হোসেন (৪৭) ও মনিরুল ইসলামের ছেলে লাল্টু রহমান (৪০)। তারা তিনজনই বিএনপি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে।

এ সময় তাদের কাছ থেকে ৭টি দেশীয় ধারালো অস্ত্র, ২টি অবিস্ফোরিত ককটেল বোমা, ৩টি ফালা, ১টি হরিণের চামড়া ও ১টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। শুক্রবার সকালে আটকৃত তিন আসামিসহ উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলো আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নাশকতার উদ্দেশ্যে কয়েকজন ব্যক্তি ছত্রপাড়া এলাকায় দেশীয় অস্ত্র ও ককটেলসহ অবস্থান করছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৭টি দেশীয় ধারালো অস্ত্র, ২টি ককটেল বোমা, ৩টি ফালা ও ১টি হরিণের চামড়া উদ্ধার করে যৌথবাহিনী। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) মাসুদুর রহমান জানান, দেশীয় অস্ত্র, ককটেল ও হরিণের চামড়াসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাদের চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে পাঠানো হবে।

আলমডাঙ্গায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় চিরনিদ্রায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কুদ্দুস

আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের খোরদ গ্রামের গর্ব, মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বাক্ষর রাখা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কুদ্দুস (৬৮) আর নেই। তিনি গত বুধবার দিবাগত রাতে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে খোরদ কবরস্থানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর দাফন সম্পন্ন করা হয়। দাফন কার্যক্রমে জাতীয় পতাকা অর্পণ, গার্ড অব অনারসহ রাষ্ট্রীয় সব আনুষ্ঠানিকতা যথাযথভাবে পালন করা হয়। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সালামি প্রদানের মাধ্যমে বীর

মুক্তিযোদ্ধাকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন মেয়ে, দুই ছেলে এবং বহু গুণগ্রাহী রেখে যান।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কুদ্দুস দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে পরিবার-পরিজন, স্থানীয় জনসাধারণ ও মুক্তিযোদ্ধা মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দাফন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) অশীষ কুমার বসু, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং এলাকার অসংখ্য সাধারণ মানুষ। সবাই বীর মুক্তিযোদ্ধার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

আলমডাঙ্গা হাটবোয়ালিয়া বাজারে ভাই ভাই ট্রেডার্সে চুরি

আলমডাঙ্গা হাটবোয়ালিয়া বাজারে ভাই ভাই ট্রেডার্সে চুরি হয়েছে। ৫০ হাজার টাকার মালামালসহ ড্রয়ারের তালা ভেঙে কিছু নগদ টাকাও চুরি গেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের হাটবোয়ালিয়া বাজারে প্রধান সড়কের লালব্রিজ এলাকায় অবস্থিত মেসার্স ভাই ভাই ট্রেডার্সে দুর্সাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। গত ২৬ নভেম্বর বুধবার দিনগত রাতে দোকানের পিছনের দিক দিয়ে টিন কেটে প্রবেশ করে চোরচক্র। পরে তারা দোকানে থাকা সিনজেনটা ও বায়ার কোম্পানির কীটনাশকসহ নগদ অর্থ চুরি করে নিয়ে যায়।
স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, তিন মাস আগেও একই দোকানে একই কায়দায় চুরি হয়েছিল।

এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ভাই ভাই ট্রেডার্সের মালিক সুজন আলী

জানান, গোডাউনের টিনের চাল কেটে ভিতরে প্রবেশ করেছে চোরচক্র। ৫০ হাজার টাকার অধিক মালামাল ও ড্রয়ারে থাকা কিছু খুচরা টাকা চুরি গেছে। এব্যাপারে আলমডাঙ্গা থানায় অভিযোগ করছি।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানা কর্তৃপক্ষ জানান, এই চুরির ঘটনার অভিযোগ পেয়েছি। তিনটি আন্তজেলা সংযোগস্থলের কেন্দ্র এই হাটবোয়ালিয়া বাজার। তাই চোরেরা চুরি সংঘটিত করে খুব সহজেই পার্শ্ববর্তী জেলায় লুকিয়ে পড়ে। আমরা এই সক্রিয় চোরচক্র ধরার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।